১১ JAN 1990
12 JAN 1990
দৈনিক বাংলা
তারিখ ... ১১ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...
০৬

বছর বছর এই ভর্তি সংকট

স্কুল–কলেজে ভর্তির সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। শিশু শিক্ষালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সবখানেই 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' অবস্থা। ফলে হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু ছাত্র–ছাত্রীর মধ্যে মাত্র কিছু সংখ্যক তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানে বা বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। বাকিদের দশা–যার নাই কোন গতি, তার জন্য হোমিও প্যাথি। সুনামহীন কৌলিন্যহীন শিক্ষা নিকেতনে ভর্তি হওয়া ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর থাকে না। অনেকে শিক্ষার অঙ্গন থেকে ঝরে যায়।

আধুনিক শিক্ষা আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনের পূর্বশর্ত। জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক বিপ্লব আজ আমাদের সবার আরাধ্য। এসব অভীষ্ঠ উদ্দেশ্য অর্জনের চাবিকাঠি একটাই– যুগোপোযোগী শিক্ষা। এই সত্য সর্বজনস্বীকৃত যে, উন্নয়ন উদ্যোগের বাঞ্ছিত সাফল্যের জন্য পরিবর্তনের উপযোগী জন–মানস ও শিক্ষিত জনশক্তি অত্যাবশ্যক।

শিক্ষা মানুষকে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, প্রস্তুত করে পরিবর্তনের উপযোগী পরিবেশ ও নব নির্মাণের ক্ষেত্র। আধুনিক প্রযুক্তির যে যাদুশক্তির সাহায্যে মানুষ প্রতিকূল প্রকৃতিকে বশ এবং উন্নতি অর্জনের শত রকম উপায় উদ্ভাবন করেছে, তা আধুনিক শিক্ষার শুভ ফসল। সাধারণ শিক্ষা মনের অন্ধকার ও বদ্ধমূল সংস্কার দূর করে, নিজের ও সমাজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্ক মানুষকে সচেতন করে তুলছে। চিকিৎসাবিদ্যা তাদের সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখছে এবং কারিগরিবিদ্যা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে অবিশ্বাস্য কর্ম শক্তি। আমাদের দেশের দ্রুত উন্নতি অর্জন করতে হলে, দীর্ঘদিনের বৈষম্য বঞ্চনার শিকার আমাদের জাতির ভাগ্য ফেরাতে চাইলে এসব শক্তি অধিগত করতেই হবে। শিক্ষার প্রসার এবং আরও বেশি শিক্ষিত মানুষ ছাড়া এই অভীষ্ঠ অর্জন সম্ভব নয়।

জাতীয় অগ্রগতির জন্য শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব উপলব্ধ হলেও এ পর্যন্ত শিক্ষার বাঞ্ছিত বিকাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সবখানেই সীমিত। ভর্তি সংকটে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় প্রতিবছরই ছাত্র–ছাত্রীদের এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখী হতে হয়, প্রচেষ্টা চালাতে হয় পুলসেরাত পার হওয়ার। এ বছরটিও ব্যতিক্রম নয়। ভর্তি সমস্যা সমগ্র দেশেই বিরাজিত, তবে রাজধানী নগরীতেই সংকট বেশি তীব্র। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী সরকারী স্কুলসমূহে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যেখানে আসনের সংখ্যা মাত্র বারশ, সেখানে গত ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত ভর্তির দরখাস্ত দশহাজারেরও বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০টি বিভাগে আনার্সের ৩৫৪২ টি আসনের জন্য ৩৯, ৬৬২ টি ভর্তির আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছে। মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ১২৯৫টি আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় বসেছেন ১০০৪৪ জন। এরা প্রত্যেকেই মেধাবী। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়সহ অন্যসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ভর্তিচ্ছুদের প্রচন্ড ভিড়।

ছেলে–মেয়েরা স্কুল–কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি না হতে পারলে তাদের যেমন ক্ষতি, তেমনি ক্ষতি জাতিরও। শিক্ষার অভাবে জনসাধারণের একটা বড় অংশের মানসিক শক্তির কেবল অবিকশিতই থাকছে না, পঙ্গুত্বেরও সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের অগ্রগতি তো ব্যাহত হচ্ছেই। সুতরাং জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই ভর্তি সমস্যা সমাধান এবং শিক্ষার বিকাশ একান্ত জরুরী।

বর্তমানে শিক্ষা প্রসারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চলছে। গত ক'বছর ধরে বার্ষিক বাজেটের বৃহত্তম বরাদ্দ যাচ্ছে শিক্ষাখাতে। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নতুন বছরের নতুন দিনে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছেন। জাতির অর্ধাকাশ অর্থাৎ নারীসমাজ নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে দেশের উন্নতি দুঃসাধ্যই থেকে যাবে। এই আশংকা থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট নারীশিক্ষা প্রসারের বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করেছেন। প্রেসিডেন্টের এসব পদক্ষেপে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা বিস্তার ও ভর্তি সংকট সমাধানের জন্য সবার আগে দরকার সুপরিকল্পিত, দীর্ঘমেয়াদী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি। যে শিক্ষা দেশের উন্নতি এবং জনগণের কল্যাণ সাধনে সহায়ক, সে শিক্ষাই প্রবর্তন করতে হবে। স্কুল পর্যায়ে ছেলে–মেয়েকে অভিন্ন শিক্ষা দিতে হবে। এর পরবর্তী অর্থাৎ উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা মেধা ও ঝোঁক ভিত্তিক হওয়া উচিত। যার যে শিক্ষা অধিগত করার মেধা ও যোগ্যতা আছে, তাকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে। এ ছাড়া, দেশ ও দেশবাসীর চাহিদার ভিত্তিতে বছর বা মেয়াদ ওয়ারী শিক্ষা পরিকল্পনা থাকা একান্ত জরুরী। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ করে, সে অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে ছাত্র–ছাত্রীদের। বলা বাহুল্য, এই মুহূর্তে খুব উচ্চ শিক্ষিত লোক ও বিশেষজ্ঞের চেয়ে দেশের বেশি দরকার কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমশক্তির বিকাশ মোটামুটি সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষিকর্মী, চিকিৎসাকর্মী ও অন্যান্য কাজের কারিগর বেশি তৈরি হলে দেশের উন্নয়নগতি যেমন ত্বরান্বিত হবে, তেমনি উপকৃত হবে জনসাধারণও। অবশ্য প্রয়োজন মোতাবেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, অধ্যাপকও তৈরি হতে হবে সেইসঙ্গে।

শিক্ষার বর্তমান সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও চেষ্টা করলে ভর্তি সমস্যার কিছু কিছু ফলপ্রসূ সমাধান করা যেতে পারে। সাধারণত নামীদামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহেই ভিড় বেশি। যে বিষয়ে ডিগ্রী নিতে পারলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই বিষয়ের বিভাগেই ছাত্র–ছাত্রীদের চাপ বেশি পড়ে। অথচ অন্যসব প্রতিষ্ঠানে বা বিভাগে খুব বেশি ছাত্র–ছাত্রী থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে না হোক, স্কুল–কলেজ সমূহে ভর্তির সমস্যা অনেকটা কমানো যায়। ছাত্র–ছাত্রীরা বিশেষ করে অভিভাবকরা মনে করেন যে, ভাল স্কুল–কলেজে ভর্তি না হতে পারলে জীবনটারই ফল ভাল হবে না। এই বিশ্বাসের একটা বোধগম্য কারণ রয়েছে, অবশ্য। ভাল স্কুল–কলেজ মানেই ভাল রেজাল্টের নিশ্চিতি। উচ্চ শিক্ষার পাসপোর্ট দামী ডিগ্রী–ডিপ্লোমার গ্যারান্টি। এ জন্যই নামী দামী স্কুল–কলেজে ভর্তির জন্য এত হুড়াহুড়ি, এত ধরাধরি। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের ভাল রেজাল্টের আসল কারণটি তো ভাল ছাত্র–ছাত্রী। দেশের সেরা ছাত্র–ছাত্রী দল বেঁধে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে। অন্যসব প্রতিষ্ঠান তেমন ভাল বা মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী পাচ্ছে না ফলে তাদের ফলও ভাল হচ্ছে না। অথচ চেষ্টা করলেই এগুলির ফল ভাল করা যায়। ভাল ছাত্র–ছাত্রীদের নিজ নিজ এলাকার স্কুল–কলেজে ভর্তি হতে হবে। অভিভাবকমন্ডলী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নজরদারি রাখলে নিয়মিত ও যথাযথ লেখাপড়া হওয়ারও নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব। ভাল ছাত্র–ছাত্রী থাকলে এবং ভাল লেখাপড়া হলে পরীক্ষার ফল ভাল হবেই।

ছাত্র–ছাত্রীদের অনুপাতে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম। ভাল স্কুল–কলেজের সংখ্যা তো আরও কম। নতুন নতুন ভাল স্কুল–কলেজ স্থাপন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলিতেও বাড়াতে হবে আসন। ভর্তি সংকটের সমাধান এসব বাস্তব ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত।

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষিত জনশক্তি বৃদ্ধির উপরই নির্ভরশীল। অতএব শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষিত জনশক্তি বৃদ্ধির তাগিদে শিক্ষানিকেতন গুলিতে নিশ্চিত করতে হবে সকল ভর্তিচ্ছু ছাত্র–ছাত্রীর ভর্তির সুযোগ। অন্যথায়, বিপুল সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রীর লেকাপড়া বন্ধ হওয়ার এবং জাতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশের ক্লিবত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আশংকা প্রবলতর হয়ে উঠবে। এমন অবস্থার উদ্ভব অবাঞ্ছিত এবং কারও কাম্য হতে পারে না।

—সমদর্শী